বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না,প্রবিত্তিসমূহের ক্ষয় হয়না,সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে’

সেই আত্মা(that soul), সেই জগৎ(this world system) নিত্য(is permanent), ধ্রুব(constant) এবং শাশ্বত(and perpetual)। সেই আমি(this Me) মৃত্যুর পর(after death) অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব(would remain the same)

মরণের পর(after death) আত্মা(soul) না-দুঃখী(neither happy) না-সুখী(nor not so) এবং নিত্য(and permanently) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে(exists)

মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী(both happy and unhappy) এবং নিত্য(permanent) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে

মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী(only unhappy) এবং নিত্য(permanent) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে

মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী(only happy) এবং নিত্য(permanent) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে

মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী (অরূপীও নহে, রূপীও নহে) (neither with form nor formless) এবং নিত্য(permanent) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে

মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী(both with form and formless) এবং নিত্য(permanent) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে

মরণের পর আত্মা অরূপী(without form) এবং নিত্য(permanent) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে

মরণের পর আত্মা রূপী(with form) ও নিত্য(permanent) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে

মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে(liberated beings exists after death), থাকেনা(doesn't exist), থাকেও আবার নাও থাকে(both exist and doesn't), থাকেও না আবার নাও থাকেনা(neither exists,nor not so)

জীব(soul/being) এক(one) শরীর(body) অন্য(is different)

যেই(who is) জীব(being/sould) সেই(is same as) শরীর(body)

লোক(world is) অনন্তবান(perpetual)

লোক অন্তবান (সীমিত)(not so)

লোক অশাশ্বত(non-permanent)

লোক (জগত) শাশ্বত(permanent)

এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ , অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ , অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ন শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্ম ও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি , অষ্ট পুরুষ -ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ‘আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব’, কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে

সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে

স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুদ্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম , সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।

দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়- চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না

ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা

আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না

পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়

সবকিছু কি আছে

অকুশলমূল এবং কুশলমূল কি পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত(ভালো বা মন্দ আপেক্ষিক, গুণের দাম নেই,যারা সন্ন্যাসী তারাও যা খুশি করতে পারে)

একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

একজন কি অন্যজনের চিত্তকে ‘রাগ করো না’, ‘হিংসা করো না’, ‘মোহিত হইও না’, ‘কলুষিত হইও না’ বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

দুঃখ বলে বার বার উচ্চারণ করা কি মার্গ(আধ‍্যাত্মিক উচ্চ ‌অবস্হার স্তরসমূহ) লাভের একটি অঙ্গ যা মার্গের অন্তর্ভুক্ত